সমকাল

তারিখ ... 29 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ......

মাধ্যমিক শিক্ষার মান বাড়াতে শিক্ষাবিদদের ১৫ সুপারিশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান বাড়াতে ১৫ দফা সুপারিশ করেছেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। সম্প্রতি তারা দু'দিনের এক কর্মশালায় ২০১৯ সাল থেকে সব বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ কমাতে শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা– এ চারটি বিষয় পাবলিক পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না রাখার পরামর্শও দেন তারা। গতকাল সোমবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এসব সুপারিশ তুলে ধরেন।

প্রশ্নপত্র অভিন্ন হবে, কমবে বিষয়

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য মো. আক্তারুজ্জামান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধরী, শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফদি আহমেদ প্রমুখ।

এর আগে গত ২৫-২৬ নভেম্বর কক্সবাজারের এক হোটেলে আয়োজিত এ-সংক্রান্ত কর্মশালায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অর্ধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও বোর্ড চেয়ারম্যানরা।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পাবলিক পরীক্ষার সময় ও চাপ কমাতে শিক্ষাবিদরা বিষয় কমানোর সুপারিশ করেছেন। এসএসসি পর্যায়ভুক্ত শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা, চারু ও কারুকলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

মাধ্যমিক শিক্ষার মান বাড়াতে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বিষয়গুলোকে পাবলিক পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করে বিদ্যালয়ে নিচের শ্রেণিতে ধারাবাহিকভাবে পড়ানোর সুপারিশ করেছেন তারা। শিক্ষাবিদরা বলেছেন, বিষয়গুলো স্কুল পর্যায়ে ভালোভাবে পড়ানোর জন্য ও শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।' তবে কবে থেকে এসব বিষয় এসএসসি থেকে বাদ যেতে পারে, সে বিষয়ে কিছুই জানাননি তিনি।

নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, কর্মশালা থেকে ২০১৯ সাল থেকে সব বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নে পাবলিক পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশ এসেছে। পরীক্ষার এমসিকিউ ও সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির জন্য 'আইটেম ব্যাংক' (নাম পরিবর্তন হতে পারে) তৈরি, বইপড়া দিবস পালন ও যথাসময়ে শিক্ষকদের 'টিচার্স গাইড' সরবরাহেরও সুপারিশ করেছেন শিক্ষাবিদরা। এ ছাড়া ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনার জন্য দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে একটি কমিটি করার, নবম ও দশম শ্রেণির কয়েকটি বই পরিমার্জন করে আকর্ষণীয় সুখপাঠ্য করে তোলার ও এ দেশের পরীক্ষা পদ্ধতিকে বিশ্বে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়ার সুপারিশও করেছেন তারা।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২০১৮ সালের জানুয়ারির আগেই এই পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করা হবে। পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। যাতে ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া যায়। শিক্ষার মানোন্নয়নে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সুপারিশে বলা হয়, দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পাবলিক পরীক্ষায় ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে 'স্ট্যান্ডার্ডাইজ স্কোর' ব্যবহার করার বিষয়টি অপরিহার্য। ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল নিয়ে বাংলাদেশ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বিইডিইউ) একটি পরীক্ষামূলক ফল তৈরি করবে। তবে এই ফল ওই বছরের ফলে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

শিক্ষাবিদদের সুপারিশ মতে, এমসিকিউ (নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা) ও সৃজনশীল প্রশ্নের মানোন্নয়ন করতে আইটেম ব্যাংক তৈরি করতে হবে। প্রশ্নের সঙ্গে নমুনা কিছু উত্তর যাচাই-বাছাই করে (স্ট্যান্ডার্ড) সরবরাহ করা বা উন্মুক্ত করা যেতে পারে শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য। যশোর শিক্ষা বোর্ডের অভিজ্ঞতা নিয়ে আইটেম ব্যাংক করার একটি ধারণাপত্র প্রস্তুত করে বিইডিইউ অবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে।

সংবাদ সম্মেলনে এসব উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'পাঠ্যবইয়ের কারণে আমরা আটকে পড়ছি। আমাদের এসব বইয়ে দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট বাক্য এবং ভুল বানান রয়েছে।' পাঠ্যবই সুখকর, সহজ ও আকর্ষণীয় করার কথা বলেন এই শিক্ষাবিদ।

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল জানান, 'সবাই ঢালাওভাবে অভিযোগ করছেন, যারা জিপিএ পাঁচ পাচ্ছে তারা সত্যিই কিছু শিখছে কি-না। জিপিএ পাঁচ তখন বেশি হয়, যখন কোনো একটি প্রশ্নপত্র সহজ হয়। প্রশ্ন সহজ হওয়ার কারণে সবাই হাইগ্রেড পেয়েছে, আমরা বুঝব কীভাবে? এ জন্য ডাটা এনালাইসিস করতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমরা একটি মান রাখতে চাই। পৃথিবীর সব জায়গায়ই তা রক্ষা করা হয়। শিক্ষক হিসেবে আমাদের যখন বাইরে থেকে স্কোরের মান নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন আমাদের জাস্টিফাইও করতে হয়। এ সমস্যা থেকে আমরা নিশ্চয়ই উদ্ধার পেয়ে যাব।'